বাংলাদেশ পরিচিতি

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সংযোজন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশটি বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভৌগলিক ও সমাজিক দিক থেকে দেশটির রয়েছে হাজার বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস। এককালে ভূস্বর্গ হিসাবে পরিচিত দেশটি বহিঃবিশ্বে উপমহাদেশের সমৃদ্ধতম অঞ্চল হিসাবে পরিচিত ছিল। যার ফলে শুধু মাত্র আশে পাশের শাসকরাই নয় বরং ইউরোপীয়রাও এদেশের সম্পদের লোভে এ অঞ্চলে আগমন করতে শুরু করে। এক সময় এর সম্পদ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই এর কাল হয়ে উঠে। বার বার এ দেশ বহিঃশত্রুর আক্রমনের শিকার হয়েছে। তবে জনগণের অদম্য মনোবলের কারণে বরাবরই দেশটি এ অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছে। এই ধারাবাহিক আক্রমনের ধারায় সর্বশেষ সংযোজন ছিল বৃটিশ আক্রমন। ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন বৃটিশরা বাংলার নবাবকে পরাজিত করে এবং এখান থেকেই সমগ্র ভারত দখলের এবং পরবর্তীতে ভারতে ২০০ বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা করেছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত ত্যাগের সময় ইংরেজরা ভারতকে দুই ভাগে বিভক্ত করে যায়। সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান নামের দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। বাংলাদেশ তৎকালীন পাকিস্তানের অংশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান নামে আবির্ভূত হয়।

পরবর্তী ২৪ বছর দেশটি পশ্চিম পাকিস্তানের মূলতঃ উপনিবেশ হিসাবেই শাসিত হয়। পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চলের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বঞ্চনার ফলে তাদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠে সশস্ত্র সংগ্রাম। এই সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল অবশ্য আরো আগেই বাংলা ভাষাকে তার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বাংলা ভাষা ছিল তৎকালীন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা। এই আন্দোলন পরবর্তীতে রূপ নেয় এ দেশের জনগণের উপর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষনের বিরুদ্ধে বঞ্চিত জনগণের গণ সংগ্রাম হিসাবে। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে এক গৌরবময় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে দেশটি একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

সংক্ষিপ্ত তথ্য

রাজধানী	: ঢাকা
শাসনতান্ত্রিক বিভাগ	: ৬টি : ঢাকা, বরিশাল, চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেট।
স্বাধীনতা দিবস	: ২৬ শে মার্চ
জাতীয় ছুটি	: স্বাধীনতা দিবস ২৬ শে মার্চ বিজয় দিবস ১৬ ই ডিসেম্বর
সংবিধান	: সংসদীয় গণতন্ত্র
রাষ্ট্র প্রধান	: অধ্যাপক ইয়াজুদ্দিন আহমেদ। রাষ্ট্রপতি,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।
সরকার প্রধান	: বেগম খালেদা জিয়া প্রধান মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
মন্ত্রী পরিষদ	: মন্ত্রী পরিষদ প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক নির্বাচিত এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত।
আইন প্রনয়ণকারী বিভাগ	: ৩০০ নির্বাচিত সাংসদ নিয়ে গঠিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদ।
বিচার বিভাগ	: সুপ্রিম কোর্ট, প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত।
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাণের সদস্য পদ	: জাতিসংঘের প্রায় সকল প্রধান সংগঠন, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল।

বাংলাদেশ পরিচিতি

আয়তন ও অবস্থান

প্রায় ১ লক্ষ্য ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত বাংলাদেশর উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মায়ানমার দেশ। পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। ২০° ৩৪′ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬° ৩৮′ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮° ১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯২° ৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে এদেশটির অবস্থিত।

ভূপ্রকৃতি

বাংলাদেশ একটি নদীবহুল দেশ। এদেশের অধিকাংশ অঞ্চল নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত নিম্ন সমভূমি। তবে এর উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে কিছু পাহাড়ী এলাকা রয়েছে। যার গড় উচ্চতা ২৪০ মিটার থেকে ৬০০ মিটার। ভূ-প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য বাংলাদেশকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১) পাহাড়িয়া অঞ্চল

২) পুরাতন পলি গঠিত উচ্চভূমি অঞ্চল এবং

৩) প্লাবন সমভূমি অঞ্চল।

দেশের প্রায় দুই তৃতিয়াংশ ভূমিই উর্বর আবাদ যোগ্য ভূমি এবং ১৫% এর বেশী বনভূমি। বাংলাদেশের সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন।

জলবায়ু

বাংলাদেশ ক্রান্তিয় অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। এর প্রায় মধ্য ভাগ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গেছে। সাগর সান্নিধ্য এবং মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে শীত এবং গ্রীষ্মের তীব্রতা অনুভূত হয় না। জলবায়ুতে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের বিশেষ প্রভাবের কারণে এদেশকে মৌসুমী অঞ্চলের দেশ বলা হয়। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৬.০১° সেলসিয়াস এবং গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২০৩ সেন্টিমিটার। তাপ মাত্রার উপর ভিত্তি করে এদেশের জলবায়ুকে তিনটি ঋতুতে ভাগ করা হয় যথা ঃ- গ্রীষ্মকাল বর্ষাকাল এবং শীতকাল।

অর্থনীতি

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ভাবে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির একটি এবং অতি ঘনবসতি সম্পন্ন ও সল্পোন্নত দেশ। এর অর্থনীতি বহুলাংশে কৃষি নির্ভর। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির অন্তরায় হচ্ছে বছরওয়ারী বন্যা, জলোচ্ছাস, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিভিন্ন সময়ে নেয়া সংস্কার কর্মসূচীর ধীরগতি।